بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৮ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে কতিপয় সারিয়্যা (বা যুদ্ধাভিযান) এবং উমরাতুল কাযা'র ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পাকিস্তানের আহমদীদের নিদারুণ পরিস্থিতি উল্লেখ করে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আজ আরো কিছু সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করব। ইতিহাসে **সারিয়্যা উমর বিন খাত্তাবের** উল্লেখ পাওয়া যায় যা ৭ম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। **হাওয়াযিন গোত্রের** পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে ত্রিশজন সাথীসহ **তুরবা** এলাকায় প্রেরণ করেন। **তুরবা,** মদীনা থেকে প্রায় ৩৩৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত উমর (রা.) রাতের বেলা সফর এবং দিনে বিশ্রাম অব্যাহত রেখে তাদের এলাকায় পৌঁছে দেখেন তারা সহায়সম্পত্তি ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। অতঃপর তিনি তাদের মালপত্র ও গবাদিপশু প্রভৃতি নিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন। ফেরত আসার সময় **বনু হেলাল** গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, **তোমরা কী বনু খাসাম গোত্রের ওপর আক্রমণ করবে?** হযরত উমর (রা.) বলেন, না। মহানবী (সা.) আমাকে কেবলমাত্র **তুরবা** এলাকার হাওয়াযিন গোত্রের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর (আই.) বলেন, **এথেকেও ইসলামের বিরুদ্ধে যে আপত্তি করা হয় যে, বিনা কারণে লোকদের ওপর আক্রমণ করেছে তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।**

এরপর **সারিয়্যা হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)।** মহানবী (সা.) হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)-কে ত্রিশজন সাহাবীসহ **বনু মুররার** পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে **ফাদাক** অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। মুসলমানদের যাত্রাপথে তাদের রাখালদের সাথে সাক্ষাৎ হয় যারা ছাগপাল চরাচ্ছিল। তাদেরকে বনু মুররার লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, বনু মুররা তাদের এলাকায়ই আছে। তখন সাহাবীরা তাদের ছাগপাল হাঁকিয়ে মদীনা অভিমুখে ফেরত যাত্রা করেন। সে সময় **বনু মুররার** ঘোষক তাদেরকে মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে অবগত করলে তারা এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাতে মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। সারারাত মুসলমানরা তাদেরকে প্রতিহত করতে থাকে, এমনকি তাদের তির শেষ হয়ে যায়। প্রভাতে বনু মুররা পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে এবং সকল সাহাবীকে শহীদ করে দেয়। হযরত বশীর (রা.)-কে তারা মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায়, কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে কিছুদিন পর সুস্থ্য হয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

অতঃপর **সারিয়্যা গালেব বিন আব্দুল্লাহ্ লায়সী (রা.)**-র ঘটনা, যা ৭ম হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত গালেব (রা.)-কে একশ ত্রিশজন সাথীসহ প্রেরণ করেন আর মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত ইয়াসার (রা.) তাদের পথনির্দেশক ছিলেন। মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাদের লোকালয়ে প্রবেশ করেন। শত্রুদের মাঝে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এগিয়ে আসে তাদেরকে হত্যা করেন এবং মালে গণিমত হিসেবে গবাদিপশু ইত্যাদি নিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন। ইবনে সা'দ (রা.) লিখেছেন, এটি সেই যুদ্ধাভিযান যেখানে **উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র মিরদাস বিন লাহিক'কে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠের পরও হত্যা করার ঘটনা** ঘটেছে। বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এ সংবাদ জানতে পেরে হযরত উসামা (রা.)-কে বলেন, সে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** পাঠের পরও তুমি

তাকে হত্যা করেছ? তিনি বলেন, সে তো প্রাণরক্ষার জন্য এ কথা বলেছিল। তিনি (সা.) বারবার বলতে থাকেন,

أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا

অর্থাৎ, **তুমি কী তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে, সে এটি হৃদয় থেকে বলেছে কি-না?** হযরত উসামা (রা.)বলেন, **আমি এতটা দুঃখিত ও অনুতপ্ত হই যে, আমি ভাবতাম হায়! যদি আমি এর পূর্বে মুসলমানই না হতাম!** এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) মিরদাসের রক্তপণ আদায়ের নির্দেশও দিয়েছিলেন। হুযূর (আই.) এ প্রসঙ্গে বলেন, **'বর্তমানে মৌলভীরা কী আহমদীদের হৃদয় চিরে দেখেছে? তারা আহমদীদেরকে শহীদ করে এবং আহমদীদের ওপর নির্যাতনকে বৈধ আখ্যা দেয়। তারা বলে, আহমদীদের হত্যা করো জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু তারা জানে না, তাদের এমন অপকর্ম তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করবে। একদিন নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করবেন।'**

অতঃপর আরেকটি **সারিয়্যা হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)**-র, যা **ইয়েমেন ও জাবার** অভিমুখে ৭ম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন, গাতফানের একটি দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে এবং **উয়ায়না বিন হিসান** তাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-র কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। তারা উভয়ে হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)-র নাম প্রস্তাব করেন। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত বশীর (রা.)-কে তিনশ' সাথীসহ প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাবার নামক স্থানে পৌঁছার পর তারা কিছু রাখালকে পশু চরাতে দেখে যারা পালিয়ে গিয়ে বনু গাতফানের লোকদেরকে মুসলমানদের আগমনের বিষয়ে অবগত করে। এরপর তারা সবাই নিজেদের আসবাবপত্র, গবাদিপশু রেখে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা মালে গণিমত হিসেবে তাদের সম্পদ ও গবাদিপশু লাভ করেন। এছাড়া দু'জনকে আটক করে মদীনায় নিয়ে আসেন যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন আর মহানবী (সা.) তাদেরকে নিজেদের অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

এরপর **মহানবী (সা.)-এর উমরাতুল কাযা পালনের ঘটনা**। তিনি (সা.) ৭ম হিজরীর যিলকদ মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মদীনা হতে যাত্রা করেছিলেন। এটি সেই মাস ছিল, আগের বছর যে মাসে মহানবী (সা.)-কে মক্কাবাসীরা উমরা করতে বাঁধা প্রদান করেছিল। এটিকে **উমরাতুল কিসাসও** বলা হয় কেননা ৬ষ্ঠ হিজরীতে বাঁধা প্রদান করার কারণে তার পরিবর্তে এই উমরা পালন করা হয়েছিল। উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এ সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ২০০০জন সাহাবী ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল তারা সবাই যেন এবার যাত্রা করেন, শুধুমাত্র যারা মারা গিয়েছেন এবং খায়বারে শহীদ হয়েছেন তারা ব্যতীত। তবে এছাড়া আরো কিছু সাহাবী এই সফরে যোগ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরবানীর ষাটটি উট ছিল, তিনি (সা.) সবগুলোর গলায় মালা পড়ান এবং **হযরত নাজিয়া বিন জুনদুব** (রা.)-কে এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। **যুল হুলায়ফা** নামক স্থানে পৌঁছে তিনি (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র নেতৃত্বে একশ' অশ্বারোহীর একটি দলকে সতর্কতার জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) এ সফরে নিজের সাথে তরবারি, যুদ্ধাস্ত্র ও বর্শা সাথে নেন যার ফলে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, **উমরা করার জন্য অস্ত্র নেয়ার কী প্রয়োজন?** এছাড়া তারা ভীতসন্তস্ত্রও হয়ে পড়েছিল। তিনি (সা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমরা এগুলো মক্কায় নিয়ে যাব না, বরং

কেবলমাত্র পথের নিরাপত্তার জন্য সাথে নিয়েছি। এরপর তিনি (সা.) **মাররুয যাহরানে** পৌঁছে সকল অস্ত্রশস্ত্র **ইয়াজেজে** প্রেরণ করেন।। কাফিররা যখন জানতে পারে, মহানবী (সা.) অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন না তখন তারা নিশ্চিন্ত হয় আর কাফিরদের প্রতিনিধি **মিকরায** বলে, **আমরা আপনাকে একারণেই পুণ্য ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক জ্ঞান করি।**

এরপর মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ শুধুমাত্র খাপবদ্ধ তরবারি নিয়ে তালবীয়া পাঠ করতে করতে হারামে প্রবেশ করেন। মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশের পর কুরাইশের অধিকাংশ বিদ্বেষ ও শত্রুতাবশতঃ এ দৃশ্য যেন দেখতে না হয় এ কারণে পাহাড়ের ওপরে চলে যায় আর কিছু লোক **দারুন নাদওয়াতে** উপস্থিত হয়ে কাবা প্রদক্ষিণের দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে আর বলতে থাকে, ক্ষুধা এবং মদীনার জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে, এরা কীভাবে কাবা প্রদক্ষিণ করবে? একথা শুনে মহানবী (সা.) স্বীয় চাদর এমনভাবে পরিধান করেন যাতে তার ডান কাঁধ ও বাহু উন্মোচিত হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, **খোদা তার প্রতি কৃপা করবেন যে এই কাফিরদের সামনে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রকাশ করবে।** অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে দু' কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবং বুক ফুলিয়ে তিনবার কাবা প্রদক্ষিণ করেন।

এ সময়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.)-র বিয়েও সংঘটিত হয়। হযরত আব্বাস (রা.) এ বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং চারশ' দিরহাম মোহরানা নির্ধারণ করা হয়। তিনি (সা.) মক্কায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীদের অনীহার কারণে তিনি চতুর্থ দিন তাঁর দাস **আবু রাফের মাধ্যমে হযরত মায়মুনাকে সারাফ নামক** স্থানে প্রেরণ করেন এবং সেখানে তার সাথে মিলিত হন। হযরত মায়মুনা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সর্বশেষ সহধর্মিনী ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে তার এরূপ গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যে, তিনি সারাজীবন এই ক্ষণ ও স্থানটির কথা মনে রাখেন এবং ওসীয়্যত করেছিলেন যেন তার মৃত্যুর পর তাকে উক্ত স্থানেই সমাহিত করা হয়। ওসীয়্যত অনুসারে ৮০ বা ৮১ বছর বয়সে তার মৃত্যুর পর তাকে সেখানেই দাফন করা হয়।

পরবর্তী যুদ্ধাভিযান **সারিয়্যা আখরাম বিন আবি আওজা (রা.)**-র, যা ৭ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আখরাম (রা.) পঞ্চাশজন সাথিকে নিয়ে বনু সুলায়েম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তাদের এলাকায় পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান, কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকার করে। এরপর উভয় দলের মাঝে তিরনিক্ষেপণের লড়াই চলতে থাকে। তবে বনু সুলায়মের আরো সেনা তাদের সাথে এসে মিলিত হয় এবং মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। যার ফলে মুসলমানদের অনেকেই শাহাদত বরণ করেন আর **হযরত আখরাম** (রা.) কোনো রকম প্রাণে বেঁচে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর হুযূর (আই.) কুদায়েদ অভিমুখে **সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন লায়সী (রা.)**-র যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করেন এবং বলেন, আগামীতে এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হবে।

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, **পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার কথা বলতে চাই। পাকিস্তানের আহমদীরা নিজেরাও দোয়া করুন এবং দরূদ পাঠ করুন ও দুইশ' বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিও ওয়া আলি মুহাম্মাদ পাঠ করুন। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেই তবেই সফলতা আসবে। আমাদের অস্ত্র কেবল দোয়া, দোয়াই আমাদের সফলতার মূলমন্ত্র। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন।** হুযূর বলেন, আজও করাচিতে ইসলামের নামে উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা আমাদের মসজিদে আক্রমণ

করেছে এবং একজন আহমদীকে শহীদ করেছে, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। ঘটনার বিশদ বিবরণ এখনো হাতে আসেনি, তাই যখন প্রতিবেদন আসবে তখন এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা সেসব অত্যাচারীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করুন আর তাদের আক্রমণ থেকে নিরীহ আহমদীদের রক্ষা করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)